ভূমিকা

বাংলাদেশে বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল একজন রুশীয় নাট্যপ্রেমী হেরাসিম লেবেডেফের প্রচেষ্টায়। তিনি কলকাতার পুরনো চিনেবাজারের কাছে ডোমতলা লেনে 'বেঙ্গলি থিয়েটার' স্থাপন করেন। 'Disguise' এবং 'Love is the Best Doctor' নামে দুটি নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন তিনি। 'Disguise'-এর নামকরণ করেন 'কাল্পনিক সংবদল'— নাটকটি ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত হয়েছিল বেঙ্গলি থিয়েটারে। অপর নাটকটির অনূদিত নাম, অভিনীত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্নের সংস্কৃত থেকে অনূদিত নাটক 'কুলীনকুল সর্বস্ব' প্রকাশিত হয়। নাটকটি বহুবার অভিনীত হয় এবং সাফল্য লাভ করে। রামনারায়ণের প্রায় সব নাটকই অনূদিত নাটক। অর্থাৎ এ পর্যন্ত যে সমস্ত বাংলা নাটক লিখিত, অভিনীত হয়েছে, তার সবই প্রায় কোনো না কোনো ভাষা থেকে ভাষান্তরিত করা নাট্যরূপ। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি কথাংশ অবলম্বনে রচিত মৌলিক নাটক। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) প্রথম ট্র্যাজেডি নাটকরূপে গণ্য হয় আজও। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৮২) বাংলা নাটককে অন্য মাত্রা দিয়েছিল।

অভিনেতাদের গুরু, নট-নাট্যকার, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব, বাংলা নাটক ও মঞ্চকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাঁর নাটকের বিষয়-বৈচিত্র্য যেমন অভিনব, তেমনি নাটকের সংখ্যাও অগণ্য। তাঁর 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪), 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'জনা' (১৯৯৪), 'বলিদান' (১৯০৫) ইত্যাদি নাটকের মঞ্চ সাফল্য-অবিস্মরণীয়। একই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক, বিশেষ করে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি— 'নুরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯) বাংলা নাটক ও মঞ্চকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। গিরিশচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা নাটকের ধারা ক্রম অগ্রসরমান। সে মৌলিক নাটক হোক বা অনূদিত নাটক, উভয়ক্ষেত্রেই সমান সত্য। রবীন্দ্রনাথের সময়েই বাংলা নাট্যজগতে

আবির্ভূত হলেন বুদ্ধদেব বসু এবং আরো অনেকেই। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের পূর্বসূরিদের একজন এবং একইসঙ্গে তিনি বুদ্ধদেব বসুর সমসাময়িকও।

বুদ্ধদেব বসু একজন প্রাপ্তমনস্ক সাহিত্যিক। তাঁর সৃষ্টিকর্ম সেই প্রাপ্ত মননশীলতারই ফসল। তাঁর মধ্যে নাটক অন্যতম। প্রথম জীবনে লেখা 'রাবণ' আর পরবর্তী জীবনে লেখা একাঙ্ক গদ্যনাটক ও কাব্যনাটকগুলির আবেদন চিরকালীন; শুধু প্রকাশ সৌন্দর্য-মাধুর্যে নয়, অন্য এক জীবন অনুভবের রচনায়। "আমি চাই না উদ্ভিদের মত জীবন।/আমার সার্থকতা চেষ্টায়-সংগ্রামে।" (প্রথম পার্থ, পৃ. ১৪১) এই উক্তি শুধুমাত্র প্রথম পার্থের নয়, তার রচয়িতার নিজের জীবনেরও একটি পরম সত্য। বুদ্ধদেব বসু একজন সচেষ্ট, নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ, অনুভাবী সাহিত্যিক। কোনোরকম ব্যক্তিগত ভালো লাগা, না লাগার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেননি। "বিশুদ্ধ সেই চেষ্টা, যা নিষ্ফল।/...কেউ মিত্র নয় আমার, কাউকে/আমি শত্রু বলে ভাবি না—/আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ।" (প্রথম পার্থ, পৃ. ১২৯)

বুদ্ধদেব বসুর আবাল্য-আবেগ ও উৎসাহ নাটকের প্রতি। যদিও লেখক জীবনের শেষ দশকে এসে স্বীকৃত হলেন নাট্যকাররূপে। তাঁর বিভিন্ন সময়ের মঞ্চসফল নাটকগুলির পাশাপাশি অগ্রন্থিত নাটকগুলিকেও নিবিড় আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি, যা এই মহান সাহিত্যিকের অতুলনীয় দান, বর্তমান ও ভাবী বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্য পাঠককে সমৃদ্ধ করবে।

তাঁর নাটকগুলি আলোচনা করার আগে, বুদ্ধদেব বসুর নাটক রচনার মনোভূমিকে বুঝে নেওয়াটা জরুরী বলে মনে হয়েছে। তার কারণও স্বয়ং বুদ্ধদেব। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট যে, নাটকগুলি মূলত দর্শক মনোরঞ্জনের কথা মাথায় রেখেই লেখা হয়েছে। একটা সময় তিনিও মেনে নিয়েছিলেন— 'শ্যামবাজারিক সব বিধিবিধান'। তবু এই বিচক্ষণ, মননশীল সাহিত্যিকের মননে-কলমে নাটককে পাঠ্যতাগুণ সমৃদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা প্রথম থেকেই ছিল। স্ব-ধর্মে স্থিত বুদ্ধদেব বসুর নাটকগুলির অভিনবত্ব হয়তো এখানেও যে, সেগুলি অভিনীত হওয়ার পাশাপাশি দর্শক-পাঠককে নাটক পাঠেও মনোযোগী করে তোলে অনিন্দ্যসুন্দর সংলাপে।

‘রাবণ’ নাটকটি বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ব্যবসায়িক মঞ্চের জন্য। অজ্ঞাত কারণে সেটি মঞ্চে আর অভিনীত হয়নি। এর মূল পাণ্ডুলিপিও পরবর্তীকালে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর প্রায় ৩৫ বছর পর ১৯৬৬-১৯৭৩, সাত বছরের মধ্যে তিনি লিখলেন পূর্ণাঙ্গ গদ্য নাটক, একাঙ্ক নাটক, কাব্য নাটক আর ছোটোদের জন্য নাটক। শ্যামবাজারীয় বিধি-বিধানের নাটক রচনার পিছনে হয়তো সেসময়ের মঞ্চ-প্রযোজক-নির্দেশকদের অনুরোধ-উপরোধ-আবদার ছিল, কিন্তু তিনি কাব্যনাটকগুলি লিখেছিলেন কবিতাকে নতুন করে, নতুন ভঙ্গিমায় যাচাই করার অভিপ্রায়ে। কাব্যনাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর চিরসঙ্গী-পথপ্রদর্শক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রিয় কবি T.S. Eliot, ব্রিটিশ নাট্যকার ক্রিস্টোফার ফ্রাই নাট্য রচনায় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রেরণা। স্প্যানিশ কবি লোরকা, জার্মান নাট্যকার বার্টল্ট ব্রেখট্ বুদ্ধদেব বসুর উদ্দীপনার কারণ ছিল।

নাট্যকার বুদ্ধদেবের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ৩২টি নাটককে নয়টি অধ্যায়ে শ্রেণিবিভাজন করে, এই দীন ব্রাত্য পাঠকের— গবেষণাপত্র নির্মাণের জলবিন্দুসম প্রচেষ্টা।